Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 22-06-2026 16:19 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৭ আষাঢ় ।। ১৪৩৩।। সোমবার ২২ জুন ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৭৯ সংখ্যা ।। ২ পাতা

ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করব', সিন্ধু জলচুক্তি নিয়ে নয়াদিল্লিকে হুমকি পাক প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর

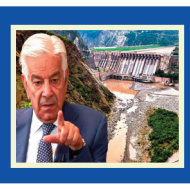

ফিরল স্বর্ণ মন্দিরের বিভীষিকা! অস্ত্রশস্ত্র হাতে গুরুদ্বার 'দখল' নিহাঙ্গ শিখদের, পণবন্দি পুণ্যার্থী

কাতারের সবচেয়ে বড় জ্বালানি গ্যাসের প্লান্টে ভয়ংকর বিস্ফোরণ! নিখোঁজ ১৮, আহত ৫৪ জন

রাজ্য বাজেটে কোচবিহার বিমানবন্দরের উন্নয়নে ১০ কোটি টাকার বরাদ্দ

প্রদীপ কুন্ডু,নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ কোচবিহারের দীর্ঘদিনের বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে বড় পদক্ষেপ নিল সরকার। কোচবিহার বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বপন দাশগুপ্ত। এই ঘোষণার পর জেলাজুড়ে খুশির আবহ তৈরি হয়েছে।সূত্রের খবর, বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণ, যাত্রী পরিষেবার উন্নতি এবং ভবিষ্যতে বৃহত্তর বিমান চলাচলের উপযোগী পরিকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এই অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই কোচবিহার বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ এবং নিয়মিত বিমান পরিষেবা চালুর দাবি জানিয়ে আসছিলেন জেলার বাসিন্দা, ব্যবসায়ী মহল ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন। এবার সেই দাবির বাস্তবায়নের পথে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হল বলে মনে করা হচ্ছে।বিশেষজ্ঞদের মতে, বিমানবন্দরের উন্নয়ন হলে উত্তরবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জেলা কোচবিহারের সঙ্গে রাজ্যের অন্যান্য অংশ এবং দেশের বিভিন্ন শহরের যোগাযোগ আরও সহজ হবে। এর ফলে পর্যটন শিল্পের বিকাশের পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। বিশেষ করে কোচবিহার রাজবাড়ি-সহ জেলার বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রের প্রতি পর্যটকদের আগ্রহ আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।স্থানীয় প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বরাদ্দ অর্থের মাধ্যমে বিমানবন্দরের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন, নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার এবং ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন প্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পন্ন করা হতে পারে। যদিও প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা এবং কাজ শুরুর নির্দিষ্ট সময়সীমা সম্পর্কে এখনও বিস্তারিত ঘোষণা করা হয়নি।এই বরাদ্দকে কোচবিহারের উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন জেলার বাসিন্দারা। তাঁদের আশা, দ্রুত কাজ শুরু হয়ে বিমানবন্দরটি পূর্ণাঙ্গভাবে উন্নত হলে কোচবিহার উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থায় আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বাজেটে মাস্টারস্ট্রোক রাজ্য সরকারের !

১ লক্ষ নিয়োগ ● মহিলা সংরক্ষণ ৩৩ শতাংশ ● বাড়ছে সিভিক-গ্রিন পুলিশের ভাতা

দীপঙ্কর দোলাই,নয়া জামানা ঃ রাজ্যে কর্মসংস্থান বৃদ্ধিকে অন্যতম অগ্রাধিকার হিসেবে তুলে ধরে বিজেপি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। সোমবার বিধানসভায় ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করতে গিয়ে তিনি জানান, আগামী দিনে সরকারি ক্ষেত্রে এক লক্ষ শূন্যপদে নিয়োগ করা হবে। এর মধ্যে ৩৩ শতাংশ পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।রাজ্যে বেকারত্বের সমস্যা মোকাবিলায় এই ঘোষণাকে তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ একাধিকবার স্বচ্ছ নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। নতুন সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটে সেই

প্রতিশ্রুতিরই প্রতিফলন দেখা গেল বলে রাজনৈতিক মহলের মত।অর্থমন্ত্রী জানান, ঘোষিত এক লক্ষ নিয়োগের মধ্যে প্রায় ২০ হাজার পদে পুলিশ নিয়োগ করা হবে। পাশাপাশি শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী মিলিয়ে আরও ৫০ হাজার নিয়োগের পরিকল্পনাও রয়েছে। তিনি বলেন, যেখানে প্রয়োজন, সেখানে ১০ শতাংশ পদ অগ্নিবীরদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।নিয়োগ সংক্রান্ত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা হল বয়সসীমায় ছাড়। নতুন সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সরকারি চাকরিতে আবেদনের ক্ষেত্রে বয়সের ঊর্ধ্বসীমায় পাঁচ বছরের বিশেষ ছাড় বহাল থাকবে।শুধু নিয়োগ নয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রের চুক্তিভিত্তিক ও সহায়ক কর্মীদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধির ঘোষণাও করা হয়েছে বাজেটে। অর্থমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী, সিভিক ভলান্টিয়ার, ভিলেজ পুলিশ, গ্রিন পুলিশ, এনভিএফ কর্মী, প্রাণীবন্ধু এবং প্রাণিমিত্রদের মাসিক পারিশ্রমিক ২ হাজার টাকা করে বৃদ্ধি করা হবে।এ ছাড়াও আশাকর্মীদের কাজের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁদের মাসিক সাম্মানিক ৫ হাজার টাকা বাড়ানোর ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী আগস্ট মাস থেকেই এই বর্ধিত ভাতা কার্যকর হবে বলে জানানো হয়েছে।বাজেটে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, নিয়োগে স্বচ্ছতা এবং নিম্নস্তরের কর্মীদের আর্থিক সুরক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল। এক লক্ষ সরকারি চাকরির ঘোষণা ও বিভিন্ন কর্মী শ্রেণির পারিশ্রমিক বৃদ্ধি রাজ্যের বিপুল সংখ্যক যুবক-যুবতী এবং কর্মজীবী মানুষের কাছে বড় বার্তা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

জেলায় ছুটবে মেট্রো

নয়া জামানা ঃ রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটে। জোর দেওয়া হল যোগাযোগ ব্যবস্থায়। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পরিকল্পনা অনুযায়ী শহর কলকাতার গন্ডি পেরিয়ে এবার জেলাগুলিতেও চলবে মেট্রোরেল! সোমবার অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত বাজেটে ঘোষণা করেন, এবার শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর, আসানসোল শহরে মেট্রো পরিষেবা চালু করতে চায় রাজ্য সরকার। সেইসঙ্গে পুরুলিয়া, মালদহে তৈরি হবে বিমানবন্দর।

ডবল ইঞ্জিন বাজেটে ২০শতাংশ ডিএ বৃদ্ধি

অক্টোবর থেকে মিলবে ৩৮ শতাংশ মহার্ঘভাতা

নয়া জামানা ঃ পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বিজেপি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটে সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের জন্য বড় ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। সোমবার বিধানসভায় ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করতে গিয়ে তিনি জানান, বর্তমানে প্রাপ্ত ১৮ শতাংশ মহার্ঘভাতার (ডিএ) উপর অতিরিক্ত ২০ শতাংশ ডিএ দেওয়া হবে। ফলে রাজ্যের সরকারি কর্মীরা মোট ৩৮ শতাংশ হারে মহার্ঘভাতা পাবেন।অর্থমন্ত্রীর ঘোষণায় জানানো হয়েছে, আগামী ১ অক্টোবর ২০২৬ থেকে নতুন হারে ডিএ কার্যকর হবে। অর্থাৎ পুজোর আগেই এই সুবিধা চালু হবে এবং কর্মীরা নভেম্বর মাস থেকে বর্ধিত ডিএ-র অর্থ হাতে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে ডিএ-র দাবিতে আন্দোলনরত সরকারি কর্মীদের কাছে এই

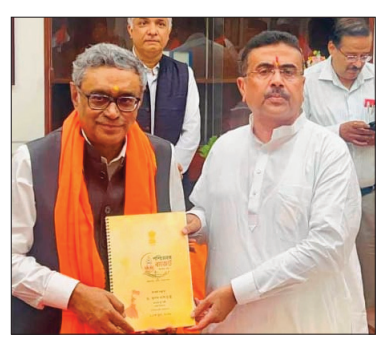

ঘোষণা স্বস্তির বার্তা হিসেবে দেখা হচ্ছে।তৃণমূল সরকারের আমলে কেন্দ্রীয় হারের সমতুল্য ডিএ না দেওয়াকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন বিতর্ক, আন্দোলন ও আইনি লড়াই চলেছিল। ধাপে ধাপে ডিএ বৃদ্ধি করে ১৮ শতাংশে পৌঁছলেও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের সঙ্গে ব্যবধান ছিল অনেকটাই। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা ৬০ শতাংশ হারে ডিএ পান। নতুন ঘোষণার ফলে সেই ব্যবধান উল্লেখযোগ্যভাবে কমে এল।তবে পেনশনভোগীরা কত হারে এবং কবে থেকে বকেয়া ডিএ পাবেন, সে বিষয়ে বাজেট ভাষণে স্পষ্ট কোনও ঘোষণা করা হয়নি। ফলে বিষয়টি নিয়ে কিছুটা ধোঁয়াশা রয়ে গিয়েছে।যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। আজকের ঘোষণায় আমরা খুশি।বাজেটের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, সরকারি কর্মীদের আন্দোলনের দাবিকে সম্মান জানিয়েই সরকার ডিএ বৃদ্ধি করেছে এবং কেন্দ্রের সঙ্গে ব্যবধান আরও কমানোর চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 22-06-2026 16:19 Page 2

প্রস্রাবের কালো বাজারি !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ কল্পনা করুন আপনি প্রাচীন রোমের পথে হাঁটছেন। হঠাৎ চোখে পড়ল বিশাল এক মাটির পাত্র। তাতে ল্যাটিন হরফে লেখা, 'মূত্রত্যাগ করুন'। না, শৌচাগারের অভাব নয়, এ ছিল প্রাচীন রোমের এক সুপরিকল্পিত ব্যবসার কৌশল। পথচারীদের মূত্র জমিয়ে, পচিয়ে চড়া দামে বিক্রি হত স্থানীয় লন্ড্রিতে। আজকের দিনে এসব ভাবলে গা ঘিনঘিন করে বইকি! কিন্তু প্রাচীন রোমে এটিই ছিল পোশাক সাফাইয়ের একমাত্র দারুণ জনপ্রিয় এক চাতুর্য। কল্পনা করুন আপনি প্রাচীন রোমের পথে হাঁটছেন। হঠাৎ চোখে পড়ল বিশাল এক মাটির পাত্র। তাতে ল্যাটিন হরফে লেখা, 'মূত্রত্যাগ করুন'। না, শৌচাগারের অভাব নয়, এ ছিল প্রাচীন রোমের এক সুপরিকল্পিত ব্যবসার অঙ্গ। পথচারীদের মূত্র জমিয়ে, পচিয়ে চড়া দামে বিক্রি হত স্থানীয় লন্ড্রিতে। আজকের দিনে এসব ভাবলে গা ঘিনঘিন করে বইকি! কিন্তু প্রাচীন রোমে এটিই ছিল পোশাক সাফাইয়ের দারুণ জনপ্রিয় কৌশল। রোমের পেশাদার ধোপাদের বলা হত 'ফুলোনেস'। তারা প্রস্রাব জমিয়ে ব্যবসা ফেঁদে বসেছিলেন। অবৈজ্ঞানিক মনে হলেও এর নেপথ্যের রসায়ন ছিল একশো শতাংশ খাঁটি। আসলে জমিয়ে রাখা প্রস্রাব সময়ের সঙ্গে ভেঙে গিয়ে তীব্র ক্ষারীয় অ্যামোনিয়া তৈরি করে। এই অ্যামোনিয়াই কাপড়ের তেলচিটে ময়লা কাটাত এবং গভীর দাগ নিমেষে তুলে দিত। তবে ময়লা সাফ করার এই প্রাচীন পদ্ধতিটি কিন্তু রোমানদের নিজস্ব আবিষ্কার ছিল না, এর উৎস ছিল মেসোপটেমিয়ায়। রোমান ধোপাদের এই সাফাই প্রক্রিয়াটি ছিল বেশ পরিশ্রমের। চৌবাচ্চার মতো বড় পাত্রে জল এবং পচা প্রস্রাব ঢেলে দেওয়া হত। এরপর ধোপারা বা তাদের ক্রীতদাসেরা সেই পাত্রে নেমে খালি পায়ে অবিরাম কাপড় মাড়াতেন, ঠিক যেমন আজকের ওয়াশিং মেশিন ঘোরে। জামাকাপড় কাচার পর পরিষ্কার জলে তা ধুয়ে নেওয়া হত। এর পর রোদে শুকিয়ে সাদা পোশাকে গন্ধকের ধোঁয়া আর রঙিন পোশাকে এক বিশেষ মাটি ঘষে ফেরানো হত ঔজ্জ্বল্য।রোমানদের অদ্ভুত কীর্তি এখানেই শেষ নয়। এই ক্ষারীয় অ্যামোনিয়ার তীব্র ক্ষমতা দেখে তারা এটিকে মাউথওয়াশ বা মুখ ধোওয়ার জল হিসেবেও ব্যবহার শুরু করে। তাদের বিশ্বাস ছিল, অ্যামোনিয়া দাঁতের এনামেলকে ধবধবে সাদা করে তুলবে। এই কাজে আবার পর্তুগাল থেকে আমদানি করা প্রস্রাবকে সবচেয়ে 'প্রিমিয়াম গ্রেড' বা উচ্চমানের মনে করা হত। বৈজ্ঞানিক ভাবে যুক্তিটি খাটলেও, আজকের দিনে এমন প্রসাধন ভাবলে মানুষ আতঙ্কিত হয়ে উঠবেন। এই ব্যবসা এতটাই রমরমা এবং লাভজনক ছিল যে, প্রথম শতাব্দীতে রোমান সম্রাট ভেসপাসিয়ান গণশৌচাগার থেকে প্রস্রাব সংগ্রহের ওপর একটি নির্দিষ্ট 'ইউরিন ট্যাক্স' বা মূত্র কর বসিয়ে দেন। এই আজব করের কথা শুনে সম্রাটের নিজের ছেলেই যখন বাবার রুচি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, তখন সম্রাট একটি সোনার মুদ্রা ছেলের নাকের সামনে ধরেন।

নাইটিতেই শহর চষে ফেলছেন জেন জি তরুণরা ! কিন্তু কেন ?

নয়া জামানা ডেক্স ঃ গ্রীষ্মের আরামদায়ক পোশাক হিসাবে নাইটি বেশ জনপ্রিয়। বয়স যাই হোক না কেন, মহিলাদের অনেকেই ভালোবাসেন ঘরে নাইটি পরতে। কিন্তু এবার পুরুষদের পরনেও নাইটি? শুনতে খানিকটা আজব লাগলেও, প্রবল গরমে পুরুষদের অনেকেই বেছে নিচ্ছেন নাইটি। নিজেরা নাইটি পরছেন, সেটার ছবি-ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় আপলোডও করছেন। অনেকটা যেন বলতে চাইছেন, এমন আরামদায়ক পোশাকের মজা স্রেফ মহিলারা নেবেন কেন?শুরুটা হয়েছিল মজার ছলে। লাইক-কমেন্ট-রিচের আশায় বহু পুরুষই নাইটি পরে রিল বানাতে শুরু করেন। কিন্তু ধীরে ধীরে পুরুষদের নাইটি পরাটা স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। অন্তত সোশাল মিডিয়ায় চোখ রাখলে মাঝেমধ্যেই নজরে

পড়বে নাইটি পরিহিত পুরুষদের ছবি-ভিডিও। বাইকে চেপে বন্ধুদের সঙ্গে ঘোরা হোক বা শপিং মলে গিয়ে কেনাকাটা-নাইটি পরে দিব্যি স্বাভাবিক জীবনযাপন করছেন পুরুষরা। যেহেতু হালকা ঢিলেঢালা পোশাক, তাই গরমে অন্য জামাকাপড় ছেড়ে নাইটি পরতেই বেশ স্বচ্ছন্দ 'মাচো ম্যান'রা।মহিলাদের মধ্যে নাইটি বহু প্রচলিত হলেও, সেটা মূলত ঘরের ভিতরেই পরা হয়। কিন্তু পুরুষরা ঘরে-বাইরে সর্বত্রই নাইটি পরে ঘুরছেন। সোশাল মিডিয়া অনুযায়ী, মূলত জেন জি প্রজন্মের পুরুষরাই নাইটি পরতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন। কেউ বলছেন, মায়ের পরামর্শে নাইটি পরা শুরু করেছেন। আবার কারোর মতে, আরামদায়ক বলেই নাইটি পরাটা বেছে নিয়েছেন তাঁরা। তবে অপেক্ষাকৃত বয়স্কদের কাছে নাইটি এখনও মহিলাদের ঘরে পরার পোশাক হিসাবেই সীমাবদ্ধ।ভারতে এখন বহু প্রচলিত হলেও নাইটির জন্ম ব্রিটেনে। রাতের পোশাক হিসাবে ম্যাক্সি ড্রেসের প্রচলন হয়। তারপর ব্রিটিশদের হাত ধরেই ভারতে নাইটির পদার্পণ। রাতপোশাক হিসাবে ব্যবহার শুরু হয়। ধীরে ধীরে মহিলাদের ঘরে পরার পোশাক হিসাবে গোটা দেশেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে নাইটি। তবে ভারতের অন্যান্য পোশাকের মতো নাইটি নিয়ে সেরকম ব্র্যান্ডিং হয়নি। তা সত্ত্বেও আমজনতার মধ্যে নাইটির চাহিদা এবং জনপ্রিয়তা আকাশছোঁয়া।

স্বপ্নশাস্ত্রের এই সংকেত চমকে দেবে আপনাকে

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখেন? কখনও চেনা মানুষ, কখনও বা অচেনা কোনও অনুভূতি। তবে স্বপ্নের মধ্যে যদি বারবার চুল দেখতে থাকেন, তাহলে কিন্তু সাধু সাবধান! স্বপ্নশাস্ত্র বলছে, এ নেহাত মনের খেয়াল নয়। তাহলে? ভারতীয় সনাতন বিশ্বাসে স্বপ্নের প্রতিটি দৃশ্যই আসলে ভবিষ্যতের একেকটি গোপন সংকেত। ঘুমের ঘোরে দেখা এই চুল কীভাবে আপনার ভাগ্যকে প্রভাবিত করতে পারে, রয়েছে তার পৃথক ব্যাখ্যা। জেনে নিন চুলের কোন স্বপ্ন কীসের প্রতীক।

১. নিজের চুল কাটার স্বপ্ন দেখছেন? চিন্তার কিছু নেই। এটি আসলে জীবনের কোনও বড় সমস্যার জট কেটে যাওয়ার ইঙ্গিত। এমন স্বপ্ন দেখলে বুঝবেন, দীর্ঘদিনের কোনও মানসিক চাপ থেকে এবার আপনি মুক্তি পেতে চলেছেন।

২. আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নতুন কোনও হেয়ার স্টাইল দেখছেন স্বপ্নে? স্বপ্নশাস্ত্র অনুযায়ী, এটি অত্যন্ত শুভ লক্ষণ। আগামী দিনে বড় কোনও আর্থিক লাভের যোগ রয়েছে আপনার ভাগ্যে।

৩. মেঘবরণ কালো চুল স্বপ্নের ক্যানভাসে ভেসে উঠলে তা সৌভাগ্যের প্রতীক। আচমকাই কোনও সূত্র থেকে আপনার ঘরে লক্ষ্মীলাভ হতে পারে।

৪. তবে নিজের নয়, কোনও অচেনা মানুষের ঘন কালো চুল দেখছেন? এর অর্থ, খুব শিগগিরই আপনার জীবনে এমন এক রহস্যময় মানুষের আগমন ঘটতে চলেছে, যিনি আপনার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন।

৫. স্বপ্নে পাকা বা সাদা চুল দেখার অর্থ কিন্তু বার্ধক্য নয়, বরং সমাজে আপনার সম্মান ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির ইঙ্গিত। আপনার বহুদিনের পরিশ্রম এবার সাফল্যের মুখ দেখবে।

৬. হাতের তালু বা পায়ের তলায় চুল গজাচ্ছে; এমন অদ্ভুত ও অস্বস্তিকর স্বপ্ন দেখলে সাবধান হোন। এটি ঋণের বোঝা বাড়ার আগাম সতর্কবার্তা।

৭. বগল বা নাভির চারপাশে চুল দেখার স্বপ্নও মোটেও সুখকর নয়। আগামী দিনে কোনও বড়সড় বিপত্তির মুখোমুখি হতে পারেন আপনি।

৮. জট পাকানো রুক্ষ চুল মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হওয়ার লক্ষণ। শত চেষ্টা সত্ত্বেও মানসিক টানাপোড়েন বা অবসাদ আপনাকে তাড়া করে বেড়াতে পারে।

৯. চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছেন বা জট ছাড়াচ্ছেন; এই দৃশ্য অবচেতনে এলে বুঝবেন জীবনে ইতিবাচক বদল আসছে। চিন্তাভাবনার গুমোট কেটে গিয়ে নতুন আলোর দিশা পাবেন।

১০. চুলে লাল রং করার স্বপ্ন আপনার সুপ্ত পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের ইঙ্গিত দেয়। যে কাজে হাত দিয়েছেন, তার শুভ ফল মিলবে দ্রুত।

১১. সবশেষে, চিরুনি দিলেই মুঠো মুঠো চুল উঠে যাচ্ছে? এমন স্বপ্ন আপনার অবদমিত হীনমন্যতা ও আত্মবিশ্বাসের অভাবকে প্রকাশ করে।

ভাইরাল 'বিরিয়ানি আইসক্রিম'

নয়া জামানা ডেক্স ঃ আইসক্রিম খেতে ভালোবাসে না, এমন লোকের দেখা পাওয়া কঠিন। একেক জনের পছন্দ একেক রকম ফ্লেভার। কিন্তু আইসক্রিম যদি হয় বিরিয়ানি ফ্লেভার? শুনে অবাক হলেন নিশ্চয়ই! এ আবার কী জিনিস। চাইলে কি আপনিও স্বাদ পাবেন অদ্ভুত এই আইসক্রিমের? আইসক্রিম, তার উপর আবার বিরিয়ানি! ভোজনরসিকদের কাছে এটা একটা আবেগ। সেই বিরিয়ানি নিয়েই কার্যত 'মশকরা' করেছেন এক কন্টেন্ট ক্রিয়েটর। স্বাভাবিকভাবেই সকলের মনেই প্রশ্ন, ব্যাপারটা ঠিক কেমন ?সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল একটি ভিডিওতে দেখা গিয়েছে এই খাবার। দেখা যাচ্ছে, পাত্র ভর্তি বিরিয়ানির মাঝে গর্ত করে রাখা এক স্কুপ স্ট্রবেরি আইসক্রিম। যা দেখে অবাক সকলে। তবে চেখে দেখার ইচ্ছেও কিন্তু রয়েছে। আসলে এই অদ্ভুত 'আইসক্রিম বিরিয়ানি' তৈরি করেছেন মুম্বইয়ের এক কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিনা কউসর রাদ। জানা গিয়েছে, তাঁর একটি বেকিং অ্যাকাডেমি রয়েছে। সেটির সাফল্য উদযাপনের জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই তৈরি করা হয়েছিল এই আইসক্রিম বিরিয়ানি। যদিও স্বাদ কেমন, তা জানা নেই কারও।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 22-06-2026 16:19 Page 3

বৃষ্টির দাপটে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ, তিস্তা মূর্তির ভাঙ্গন-প্লাবনে বাড়ছে আতঙ্ক

বাবলু রহমান,নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ বর্ষা যেন এ বছর শুরু থেকেই নিজের রুদ্ররূপ দেখাতে শুরু করেছে। টানা কয়েকদিনের বৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন নদীর জলস্তর দ্রুত বাড়ছে। কোথাও নদী ভাঙনে বাড়িঘর হারানোর আশঙ্কা, কোথাও আবার নদীর জল ঢুকে প্লাবিত হয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা। জলপাইগুড়ি, ডুয়ার্স, কালিম্পং থেকে উত্তর সিকিম সর্বত্রই এখন একটাই আলোচনা, নদীর বাড়তে থাকা জল আর তার ভয়াবহ প্রভাব। সোমবার সকালে জলপাইগুড়ি জেলার চালসা সংলগ্ন পানঝোরা এলাকায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। দীর্ঘদিন ধরে মূর্তি নদীর ভাঙনে এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও স্থায়ী কোনও সমাধান না হওয়ায় এদিন চালসা-নাগরাকাটা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান এলাকার মানুষ।স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রতি বর্ষাতেই মূর্তি নদী একটু একটু করে পাড় ভাঙছে। নদীর ধারে থাকা বহু পরিবার বছরের পর বছর আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। প্রশাসনের কাছে বারবার অভিযোগ জানানো হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এবার টানা বৃষ্টির পর নদীর স্রোত আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। নদীর মূল ধারা এখন জনবসতির খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। ফলে যেকোনও সময় বড় ধরনের ভাঙন দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বাসিন্দারা।এই পরিস্থিতিতে সোমবার সকালে এলাকার মানুষ একজোট হয়ে মূর্তি সেতুর কাছে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলে এই অবরোধ। এর জেরে জাতীয় সড়কের দু'পাশে কয়েক কিলোমিটার দীর্ঘ যানজট তৈরি হয়। আটকে পড়েন অফিসযাত্রী, স্কুল পড়ুয়া, পর্যটক এবং সাধারণ মানুষ। অনেককে দীর্ঘ সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নাগরাকাটা থানার পুলিশ এবং প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত নদী ভাঙন রোধের কাজ শুরু করার আশ্বাস দেন তাঁরা। প্রশাসনের তরফে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর অবরোধ তুলে নেন বাসিন্দারা। যদিও এলাকার মানুষের বক্তব্য, শুধু আশ্বাসে আর ভরসা নেই, এবার দ্রুত কাজ শুরু হোক সেটাই তাঁদের প্রধান দাবি। অন্যদিকে, টানা বৃষ্টির কারণে জলপাইগুড়ি জেলার সামগ্রিক পরিস্থিতিও উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। সোমবার সকাল থেকেই জেলার আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। তার সঙ্গে দফায় দফায় বৃষ্টি চলতে থাকে। ফলে বিভিন্ন নিচু এলাকায় জল জমতে শুরু করেছে। বহু এলাকায় রাস্তাঘাট কাদায় ভরে গিয়েছে। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। বিশেষ করে নদী তীরবর্তী এলাকাগুলিতে আতঙ্ক আরও বেশি। কারণ বৃষ্টির জেরে তিস্তা ও জলঢাকা নদীর জলস্তর দ্রুত বাড়ছে। সেচ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। মেখলিগঞ্জের তিস্তা অববাহিকার অসংরক্ষিত এলাকায় ইতিমধ্যেই হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। শুধু তিস্তাই নয়, ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন জলঢাকা নদীর তীরবর্তী অসংরক্ষিত এলাকাগুলিতেও হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। নদীর ধারে বসবাসকারী মানুষদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে।জলপাইগুড়ি সেচ দপ্তরের কন্ট্রোল রুম সূত্রে খবর, গজলডোবা ব্যারেজ থেকে পর্যায়ক্রমে জল ছাড়া হচ্ছে। ফলে নদীর জলস্তর আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বালির অগ্নিমূল্যে থমকে নির্মাণকাজ, বিপাকে আবাস উপভোক্তা ও শ্রমিকরা

নয়া জামানা, রঘুনাথপুর ঃ পুরুলিয়া জেলায় বালির মূল্যবৃদ্ধি ও সরবরাহ সংকট ঘিরে চরম সমস্যায় পড়েছেন সাধারণ মানুষ, আবাস যোজনার উপভোক্তা এবং নির্মাণ শ্রমিকরা। সরকারিভাবে বালির দাম ২১০০ টাকা নির্ধারিত থাকলেও বাস্তবে রঘুনাথপুর মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় এক ট্রাক্টর (প্রায় ১০০ সিএফটি) বালির জন্য ৭,০০০ থেকে ৭,৫০০ টাকা পর্যন্ত গুনতে হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। কোথাও আবার বালি পাওয়াই যাচ্ছে না।রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর অবৈধ বালি ব্যবসা রুখতে প্রশাসন একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। জেলা প্রশাসনের আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করে বালির নির্ধারিত মূল্যও ঘোষণা করা হয়। কিন্তু অভিযোগ, সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবে কার্যকর হয়নি। ফলে রঘুনাথপুর, সাঁতুড়ি ও নিতুড়িয়া এলাকায় বালির সংকট দিন দিন প্রকট হচ্ছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, যেসব থানা এলাকার পাশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়েছে, সেসব এলাকায় বর্তমানে স্টক করা বালি এক জায়গা থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও কড়াকড়ি রয়েছে। অনুমতি ছাড়া বালি পরিবহণ করলে পুলিশ বালি ও গাড়ি বাজেয়াপ্ত করছে। এর জেরে বহু এলাকায় কার্যত বালির জোগান বন্ধ হয়ে গেছে। সাঁতুড়ি ও নিতুড়িয়ার বাসিন্দাদের দাবি, আগে অন্যান্য বৈধ ঘাট থেকে বালি এনে এলাকায় মজুত করা হতো এবং প্রশাসনের মৌখিক অনুমতিতে সেই বালি বিভিন্ন আবাস উপভোক্তার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হত। বর্তমানে সেই ব্যবস্থাও বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ।বালির অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণ হিসেবে ব্যবসায়ীদের একাংশ পরিবহণ খরচ বৃদ্ধি, ডিজেলের দাম এবং ওভারলোডিংয়ে নিষেধাজ্ঞার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁদের দাবি, বাড়তি খরচ সামলাতে গিয়েই বালির দাম বেড়েছে।এদিকে বালির অভাবে নির্মাণকাজ কার্যত থমকে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন নির্মাণ শ্রমিক ও রাজমিস্ত্রিরা। স্থানীয় মিস্ত্রি সঞ্জয় বাউরি ও মধুসূদন তন্তুবায় জানান, বালির অভাবে বহু বাড়ির কাজ বন্ধ রয়েছে। ফলে তাঁদের হাতে পর্যাপ্ত কাজ নেই এবং সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে।আবাস যোজনার উপভোক্তাদের অভিযোগ, সরকারি অনুদানের টাকায় বর্তমান বাজারদরে ইট, বালি ও সিমেন্ট কিনতেই অধিকাংশ অর্থ শেষ হয়ে যাচ্ছে। ফলে নির্ধারিত সময়ে বাড়ি নির্মাণ সম্পূর্ণ করা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।রঘুনাথপুরের বিধায়ক মামণি বাউরি বলেন, বালির সমস্যার বিষয়ে বহু অভিযোগ পাচ্ছি।

দামোদর নদ সংলগ্ন সাঁতুড়ি ও নিতুড়িয়া এলাকায় দ্রুত বৈধ বালি ঘাট চালুর জন্য জেলা প্রশাসনের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।এলাকার বাসিন্দাদের আশা, দ্রুত বৈধ বালি ঘাট চালু হলে সরবরাহ স্বাভাবিক হবে এবং বালির দামও নিয়ন্ত্রণে আসবে। এখন সেই সিদ্ধান্তের দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন রঘুনাথপুর মহকুমার হাজার হাজার মানুষ।

থানার সামনে গৃহবধূকে মারধর, পরকীয়া-কাণ্ডে অভিযুক্ত স্বামী আটক

নয়া জামানা, ক্যানিং ঃ পরকীয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ে। স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে থানায় গেলে তাঁকে বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ এক গৃহবধূর। ঘটনায় আহত ওই মহিলাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর মৌখিক অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত স্বামীকে আটক করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ক্যানিং থানার এলাকার বাসিন্দা চন্দন সর্দারের সঙ্গে কয়েক বছর আগে বিয়ে হয় প্রতিবেশী মৃদুলা সর্দারের। তাঁদের তিন পুত্র সন্তান রয়েছে। অভিযোগ, কাজের সূত্রে কলকাতায় যাতায়াতের সময় কুলতলি এলাকার এক গৃহবধূর সঙ্গে চন্দনের ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। ওই মহিলারও চার সন্তান রয়েছে। ধীরে ধীরে তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে এলাকায় নানা আলোচনা শুরু হয়।শনিবার ওই গৃহবধূ তাঁর বাপের বাড়ি গোপালপুরে এলে সেখানে চন্দন যান বলে স্থানীয়দের দাবি। অভিযোগ, দু'জনকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখতে পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপর তাঁদের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। আহত অবস্থায় দু'জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।এই ঘটনার পর স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে ক্যানিং থানায় যান মৃদুলা। অভিযোগ, থানার সামনে থেকেই তাঁকে বাইরে ডেকে নিয়ে যান চন্দন। এরপর তাঁর উপর শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়। মারধরে মৃদুলার মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে এবং রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন।হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃদুলা স্বামীর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলেন। তাঁর দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই একাধিক মহিলার সঙ্গে স্বামীর সম্পর্ক রয়েছে এবং এই নিয়ে পারিবারিক অশান্তি চলছিল। বহুবার তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করলেও কোনও পরিবর্তন হয়নি বলে অভিযোগ তাঁর।আক্রান্ত মহিলার মৌখিক অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত চন্দন সর্দারকে আটক করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

দুর্নীতির তদন্তে নজরে দিনহাটা পুরসভার অ্যাকাউন্টস বিভাগ

নয়া জামানা, দিনহাটা ঃ দিনহাটা পুরসভার দুর্নীতি তদন্তে এবার নজর পড়েছে অ্যাকাউন্টস বিভাগের উপর। হাউজিং ফর অল প্রকল্প এবং ভুয়ো বিল্ডিং প্ল্যান পাশ সংক্রান্ত দুর্নীতির কিনারা করতে পুরসভার আর্থিক লেনদেনের নথি খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। ২০১৫ সালের পর থেকে পুরসভার বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে কীভাবে এবং কোথায় অর্থ ব্যয় হয়েছে, তার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ ও যাচাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে বলে সূত্রের খবর।ইতিমধ্যেই এই দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরী-সহ কয়েকজন কর্মী। তদন্তে গতি আনতে গত শনিবার দিনহাটা থানায় এসে তদন্তকারী আধিকারিকদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন কে জয়রামন। জানা গিয়েছে, পুলিশ হেফাজতে থাকা উদয়ন গুহকে জিজ্ঞাসাবাদও করেন তিনি।সূত্রের খবর, বৈঠকের পরই অ্যাকাউন্টস বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ নথি থানায় নিয়ে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়। রবিবার পুরসভার হেড ক্লার্ক ও অ্যাকাউন্ট্যান্ট একাধিক ফাইল নিয়ে থানায় হাজির হন। সেখানে পুরসভার অর্থ ব্যয়ের বিভিন্ন নথি, বিল, ভাউচার এবং ব্যাংক সংক্রান্ত তথ্য খতিয়ে দেখা হয়। তদন্তকারীরা খুঁজে দেখছেন, কোন খাতে কত অর্থ বরাদ্দ হয়েছে এবং সেই অর্থ বাস্তবে কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে দিনহাটা পুরসভায় ভুয়ো বিল্ডিং প্ল্যান পাশের অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। মন্ত্রী উদয়ন গুহর ওয়ার্ডের এক বাসিন্দা পুরসভায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এরপর পুরসভার পক্ষ থেকেও থানায় অভিযোগ জানানো হলে তদন্ত শুরু করে দিনহাটা থানার পুলিশ। তদন্তের শুরুতেই গ্রেপ্তার হন পুরসভার কর্মী উত্তম চক্রবর্তী। পরে আরও দুই পদস্থ কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে একাধিক নাম উঠে আসে এবং বেশ কয়েকজন কর্মীকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।তবে কিছুদিন পর তদন্তের গতি শ্লথ হয়ে পড়ে। অভিযোগ, বিষয়টি কার্যত ধামাচাপা পড়ে যায়। পরে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর ফের পুরনো ফাইল খুলে তদন্ত শুরু হয়। প্রথমে গ্রেপ্তার হন পুরসভার কর্মী মৌমিতা ভট্টাচার্য। এরপর গ্রেপ্তার করা হয় প্রাক্তন চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরীকে। বর্তমানে তদন্তকারীদের নজর পুরসভার আর্থিক লেনদেন ও অ্যাকাউন্টস বিভাগের নথির দিকে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 22-06-2026 16:19 Page 4

আমঝুপি নীলকুঠিকে ঘিরে আছে লর্ড ক্লাইভ এবং মির জাফরের স্মৃতি

বাংলায় নীলকর সাহেবদের অত্যাচার এবং নীল বিদ্রোহের ইতিহাস আমরা সবাই জানি। ১৭৭৭ সালে ফরাসি বণিক লুই বোনার্ড প্রথম ভারতে নীল চাষ শুরু করেন। ক্যারল ব্লুম নামের এক ইংরেজ নীলের বাণিজ্যিক উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তখন নীলের ব্যবসা ছিল খুব লাভজনক। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মুনাফা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল বাংলায় উৎপাদিত নীল। ১৮৩০ সাল নাগাদ সারা বাংলায় ১ হাজারেরও বেশি নীলকুঠি ছিল বলে জানা যায়। প্রথম দিকে নীলকর সাহেবরা নীল চাষের জন্য কৃষকদের থেকে জমি কিনতেন অথবা ভাড়া নিতেন। পরবর্তীকালে তারা চাষিদের ওপর অত্যাচার শুরু করলেন। ভয়ানক নির্যাতন করে চাষিদের নীল চাষে বাধ্য করা হত। যে চাষি দাদন বা অগ্রিম অর্থ নিতেন, তিনি আর নীল চাষের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হতে পারতেন না। নীলকর সাহেবরা ছিলেন প্রতরণায় সিদ্ধহস্ত। তাঁদের স্বার্থ রক্ষা করত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকারের আইন তথা প্রশাসন। চাষিরা আদালতে গিয়েও সুবিচার পেতেন না। শেষে নীল চাষিরা বিদ্রোহ করেন। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে সংগ্রামের আগুন। এখন আর নীলকর সাহেবরা নেই। কিন্তু নানা জায়গায় তাঁদের নীলকুঠিগুলি রয়ে গিয়েছে। সেগুলোকে নিয়ে স্থানীয় মানুষদের মধ্যে তৈরি হয়েছে নানা রকম গল্প, জনশ্রুতি। বাংলাদেশের মেহেরপুর জেলার আমঝুপি নীলকুঠিকে ঘিরে রয়েছে এমনই গল্প। লোকে বলে থাকেন, এই বাড়িতেই নাকি নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে ক্ষমতা থেকে সরানোর জন্য লর্ড ক্লাইভ ষড়যন্ত্র করেছিলেন মির জাফরের সঙ্গে। তবে বেশির ভাগ গবেষকের মতে, এমন ধারণার কোনো ভিত্তি নেই। মেহেরপুর জেলা সদর থেকে মোটামুটি ৬ কিলোমিটার দূরে আমঝুপি গ্রামে এই নীলকুঠি অবস্থান করছে কাজলা নদীর পাশে। ইতিহাসবিদদের মতে, ১৮১৫ সাল বা তার কয়েক বছর পরে এটি স্থাপিত হয়েছিল। প্রথম দিকে এখানে নীলকুঠি থাকলেও পরবর্তীকালে এই স্থাপত্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হত। প্রায় ৭৭ একরের মতো জায়গা জুড়ে গোটা নীলকুঠি চত্বর। প্রবেশপথ রয়েছে দু'টি। চত্বরের মাঝখানে মূল ভবন। দু'দিকে ফুলের বাগান। এখানকার এক বিশেষ দ্রষ্টব্য কবুতরের ঘর। চিঠি আদানপ্রদানের জন্য যে সব পায়রাকে কাজে লাগানো হত, তারা এই ছোট্ট ঘরেই থাকত। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে অস্থায়ী সরকার বা মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়। মন্ত্রীসভার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হয়েছিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলার এক আমবাগানে, যার অবস্থান আমঝুপি নীলকুঠির কাছেই। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই নীলকুঠিকে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হয়। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

বাংলায় নীলকর সাহেবদের অত্যাচার এবং নীল বিদ্রোহের ইতিহাস আমরা সবাই জানি। ১৭৭৭ সালে ফরাসি বণিক লুই বোনার্ড প্রথম ভারতে নীল চাষ শুরু করেন। ক্যারল ব্লুম নামের এক ইংরেজ নীলের বাণিজ্যিক উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তখন নীলের ব্যবসা ছিল খুব লাভজনক। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মুনাফা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল বাংলায় উৎপাদিত নীল। ১৮৩০ সাল নাগাদ সারা বাংলায় ১ হাজারেরও বেশি নীলকুঠি ছিল বলে জানা যায়।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।